দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 FEB 2008
পৃষ্ঠা

প্রস্তাবিত রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার রংপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। গত ২ ফেব্রুয়ারি রংপুরে উপদেষ্টা পরিষদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তটি নেয়া হয় গত ৫ ফেব্রুয়ারি প্রধান উপদেষ্টা এর সার প অনুমোদন করেছেন। যে কোন বিবেচনায় একটি ভালো সিদ্ধান্ত। নিঃসন্দেহে এই টির জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাধুবাদ । উত্তরাঞ্চল সব দিক থেকে অবহেলিত। এই র দারিদ্র্যতা অন্য যেকোন অঞ্চলের চেয়ে এই অঞ্চলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা তা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ণর ক্ষেত্রে যে একটি বড় ভূমিকা পালন করবে র বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমার ভয় এই সিদ্ধান্তটি শেষ পর্যন্ত কাগজে-কলমে যায় কীনা। এক সময় আওয়ামী লীগের মলে (১৯৯৬-২০০১) রংপুরে একটি প্রযুক্তি দ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি আর চালু হয়নি। াঁতে জোট সরকারের শাসনামলে (২০০১-) বারবার রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ও, ওই এলাকার জনগণের দাবি আর পূরণ । যদিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সংসদে ঘোষণা লেন রংপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী তার শাসনামলের শেষ এসে ওই ঘোষণাটি দিয়েছিলেন। তবে ওই দু'দুটো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আইন পাস হয়েছিল। একটি যশোর বিজ্ঞান ও বিশ্ববিদ্যালয়, অপরটি বরিশাল শহীদ র রহমান বিশ্ববিদ্যালয়। দুঃখজনক হলেও এ দুটো বিশ্ববিদ্যালয় এখনও চালু হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একজন প্রকল্প লক নিয়োগ করা হয়েছে। জমিও অধিগ্রহণ য়েছে। ধারণা করছি ২০০৯-২০১০ সালের এখানে ছাত্র ভর্তি হতে পারে। কিন্তু দক্ষিণ বিভাগীয় শহর বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় র আইন পাস হলেও এ ব্যাপারে তেমন কোন ত হয়নি।

রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হলেও কাজ বাকি। কেননা এ জন্য একটি আইন করতে হবে। সংসদে এটি পাস করাতে সংসদের অবর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ায় না। তবে ধারণা করছি ২০০৮ সালের নের মধ্যে দিয়ে যে সংসদ গঠিত হবে, সেই রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তটি রী করবে। উত্তরাঞ্চলে ১৬টি জেলার মাঝে র রাজশাহীতে দু'টি (একটি প্রযুক্তি) ও পুরে একটি (প্রযুক্তি) বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ঘোষা পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, ীও, দিনাজপুর এবং রংপুর গাইবান্ধা, হাট, নওগাঁ, বগুড়াতে কোন সাধারণ দ্যালয় নেই। এখানে একটি সাধারণ দ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা জরুরি এ কারণে যে এই বাংলাদেশের দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোর একটি। তাই অনেক অভিভাবকের পক্ষেই তার ক ঢাকা কিংবা অন্য শহরে পাঠিয়ে তার া অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। উপরন্তু পরিবারে যদি দুই থেকে তিনটি সন্তান থাকে, এক সন্তানের পড়ালেখা চালাতে পারলেও ান্তানদের পড়াশুনা চালানো সম্ভব হয়ে ওঠে না র প্রধানের পক্ষে। তখন দেখা যায়, আরেক সন্তানের উচ্চ শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। তাকে টা বাধ্য হয়ে বসতে হয় বিয়ের পিঁড়িতে।

করা সম্ভব, ঠিক তেমনি সম্ভব মেয়েদের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, যাতে করে তারা নিজেরাই তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারে। দেশে এই মুহূর্তে ৯টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৬টি বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ে (কৃষি ও প্রযুক্তি)। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ইউজিসির রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র ১৫৩২৪৯ জন। এই হিসাবে কুমিল্লা ও নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ধরা হয়নি। এই দুটো বিশ্ববিদ্যালয় নতুন। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। চলতি বছর প্রথম ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। ছাত্র সংখ্যা সাকুল্যে এক হাজারের মত হবে। চিন্তা করা যায়, যে দেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি সেখানে দুই লক্ষ ছাত্রও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে না? এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ পড়াশুনা করে। ইউজিসির ২০০৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী এই বিশেষ ধরনের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে যথাক্রমে ৮৫৫৭৪৪ জন (জাতীয়) ও ২৩২৩৫৯ জন (উন্মুক্ত) শিক্ষার্থী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি মূলত কলেজগুলোকে নিয়ে জন্ম হয়েছে। এখানে প্রধান সমস্যা যোগ্য শিক্ষকের অভাব। রাজনৈতিক বিবেচনায় অজপাড়াগাঁয়ের কলেজগুলোতে অনার্স কোর্স তথা মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। অথচ অনার্স পর্যায়ে পড়ানোর কোন যোগ্য শিক্ষক নেই। এজন্যই সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন। মাত্র ১ লাখ ৫৩ হাজার ২৪৯ জন শিক্ষার্থী (২০০৬ সাল পর্যন্ত) আজ শুধু উচ্চ শিক্ষা নেবে তা তো হতে পারে না। আমি আরেকটি পরিসংখ্যান দিচ্ছি যাতে করে আমাদের বুঝতে সহজ হবে কেন দ্রুত রংপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। গেল আগস্ট মাসে দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসির রেজাল্ট বের হয়। এবার জিপিএ-৫-এর সংখ্যা ১১ হাজার ১৪০ জন। আর জিপিএ-৪ এর সংখ্যা এরচেয়ে কয়েকগুণ বেশি। জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদে ২৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা ১৯ হাজার ৪শ, ১৪টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ১৮শ, বুয়েট ৮১০, ৪টি বিআইটি যো এখন প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) আসন সংখ্যা ৩ হাজারের মত। তাহলে কী দাঁড়াল ব্যাপারটা? জিপিএ-৪ পাওয়া প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীকে অনেকটা বাধ্য হয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তথা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে-যা তাদেরকে একটি তথাকথিত সার্টিফিকেট নিশ্চিত করবে, কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে কোন চাকরি নিশ্চিত করবে না। একটি জাতীয় দৈনিকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৯২ হাজার শিক্ষার্থী এবার কোন বিশ্ববিদ্যালয় তথা মেডিক্যালে ভর্তির কোন সুযোগ পাবে না। এর মাঝেই আগামি কয়েক মাসের মধ্যে ২০০৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। এরা ভর্তি হবে ২০০৯ সালে। ২০০৮ সালে যারা পাস করেছে এবং ভর্তি হতে পারেনি, তাদেরকে ২০০৯ সালে আবারো ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে হবে। আমরা এদের জন্য সুযোগ করে দিতে পারি রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে। রংপুর কেন, বরিশাল এবং যশোর প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে আমরা বেশ কিছু শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার অধিকারকে নিশ্চিত করতে পারি। মনে রাখতে হবে উচ্চ শিক্ষা এদের অধিকার।

> প্রথমত: স্বতন্ত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত হওয়ায় অতি দ্রুত জমি অধিগ্রহণসহ বাকি কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। দ্বিতীয়ত: মনে রাখতে হবে কারমাইকেল কলেজের অবকাঠামোগত যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রয়েছে। 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়' মডেলটি কারমাইকেল কলেজের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। তৃতীয়ত, প্রস্তাবিত রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়টি যেহেতু একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হবে, সেহেতু এখানে 'শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়' মডেলটি অনুসরণ করা যেতে পারে। যাতে করে ভবিষ্যতে আরেকটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি না ওঠে। চতুর্থত, প্রস্তাবিত রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়টি বেগম রোকেয়ার নামে নামকরণ করা যেতে পারে।

উচ্চ শিক্ষা নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে কাজ করে দেখেছি উদ্যোগ নিলেই খুব দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি চালু করা সম্ভব। শিক্ষা সচিবের সাথে কাজ করে আমার মনে হয়েছে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে তিনি সিরিয়াস। এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে চাই। প্রথমত, স্বতন্ত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত হওয়ায় অতি দ্রুত জমি অধিগ্রহণসহ বাকি কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। আমলাতান্ত্রিক কোন জটিলতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজটি যেন আটকে না থাকে। মনে রাখতে হবে কারমাইকেল কলেজের অবকাঠামোগত যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রয়েছে। 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়' মডেলটি কারমাইকেল কলেজের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। তৃতীয়ত, প্রস্তাবিত রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়টি যেহেতু একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হবে, সেহেতু এখানে 'শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়' মডেলটি অনুসরণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ সাধারণ বিদ্যার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কিত বেশ কিছু বিভাগ এখানে চালু করা যেতে পারে। যাতে করে ভবিষ্যতে আরেকটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি না ওঠে। চতুর্থত, প্রস্তাবিত রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়টি বেগম রোকেয়ার নামে নামকরণ করা যেতে পারে। পঞ্চমত, অবিলম্বে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হোক। উত্তরাঞ্চলের জনগণের 'প্রায়োরিটি' বিবেচনা করে অবিলম্বে এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হোক।

প্রধান উপদেষ্টার রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তকে যেমনি আমি স্বাগত জানাই, ঠিক তেমনি আবেদন রাখতে চাই দক্ষিণ বাংলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তটিও তিনি কার্যকর করে যাবেন। উত্তর বাংলার মত দক্ষিণ বাংলাও অবহেলিত ও দারিদ্র্যপীড়িত। অথচ একসময় দক্ষিণ বাংলায় শিক্ষার হার ছিল সবচেয়ে বেশি। আমি শিক্ষা উপদেষ্টা এবং সেইসাথে শিক্ষা সচিবকেও এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়ার আহ্বান জানাই। মনে রাখতে হবে যে হারে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে, তাতে করে ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চাহিদার একটা অংশ পূরণ করতে পারছে মাত্র। শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে। দেশের সেরা শিক্ষকরা সেখানে এখনও আছেন। আমরা শিক্ষার্থীদেরকে এক মহা অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে পারি না। তাই প্রয়োজন দ্রুত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা।

লেখক: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সদস্য ও অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।